ব্রহ্মস্বরূপে নিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই শ্রীশুকমুনি ১২।৪।৪০ শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিয়াছেন—হে রাজন্! অতি দুস্তর এই সংসার-সাগর যিনি উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে একমাত্র পুরুষোত্তম-শ্রীভগবানের লীলা শ্রবণে বচনে ও মানসে আসক্তি পূর্ব্বক অনুশীলন করা ভিন্ন অন্য কোন তরল সাধন-তরণি নাই। তবে শাস্ত্রে অন্য যে সকল সাধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল সাধনই সাঁতার কাটিয়া সমুদ্র পার হওয়ার মত শ্রমসাধ্য। যেহেতু বিবিধ দুঃখ-দাবানলে দগ্ধ জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের লীলা-কথাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই একমাত্র সুখময় উপায়। ১৩।১৪।৪ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—হে বিভো! (স্বরূপে ও গুণে অনন্ত) যাঁহারা নিখিল-মঙ্গল-প্রসবিনী ভক্তিকে অনাদর করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের সাধনজনিত ক্লেশই লাভ হইয়া থাকে; অন্য কোন ফললাভ হইতে পারে না। যেমন অল্প পরিমাণের ধান্য দেখিয়া কোন সমর্থ বলবান্ ব্যক্তি অল্পবুদ্ধিতে ত্যাগ করিয়া স্তূপীকৃত তুষ অবঘাতনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির যেমন হস্তবেদনা মাত্রই সার হইয়া থাকে কিন্তু ফললাভ হয় না, তেমনি ভক্তিহীন জ্ঞানসাধকেরও আসন-প্রাণায়ামাদি-জনিত ক্লেশই লাভ হইয়া থাকে, আনন্দলাভ করিতে পারে না। এইসকল প্রমাণ দ্বারাও শ্রীভগবল্লীলাকথাদির শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যতিরেকমুখে অবশ্য-কর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন। অতএব, আমার লীলাকথাশূন্য বেদোক্ত কথাও অভ্যাস করিবে না; শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে দুইটী শ্লোকদ্বারা এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন। যথা—হে উদ্ধব! কোনও জন, যে ধেনুর দুগ্ধ দোহন করা শেষ হইয়াছে; দুগ্ধার্থী হইয়া যদি সেই ধেনুর প্রতিপালন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির যেমন দুই প্রকার দুঃখ হইয়া থাকে—তৃণ-জলাদি প্রদানজনিত এক দুঃখ, অভীষ্ট অপ্রাপ্তিজনিত দ্বিতীয় দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। অপর যে জন নিজের প্রতি কামগন্ধহীনা অথচ অন্যপুরুষের প্রতি রতিযুক্তা স্ত্রীকে প্রতিপালন করে, তাহার যেমন দুই প্রকারের দুঃখ হইয়া থাকে—এক দুঃখ নিজে রতিসুখ লাভ করিতে পারে না, দ্বিতীয় দুঃখ তাহার ভরণ-পোষণের জন্য শ্রম করিতে হয়। তৃতীয় দৃষ্টান্ত—যে জন পরের অধীন, অথচ দেহখানি ব্যাধিপীড়িত, তাহার যেমন দুই প্রকারেই দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে—পরাধীনতাজন্য একদুঃখ, রোগাধীনতা জনিত দ্বিতীয় দুঃখ। চতুর্থ দৃষ্টান্ত—অসৎ পুত্রকে রক্ষা করা যেমন দুই প্রকারের দুঃখের কারণ—প্রথম দুঃখ সেই পুত্র হইতে জীবিত দশায় কোন উপকার প্রাপ্তিরও